তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ......

আমাদেরসময়

ইন্টার্ন ডাক্তারদের কর্মবিরতি অব্যাহত, গ্রেপ্তার ১০

রংপুর মেডিক্যালে রোগীদের ভোগান্তি

নজরুল মৃধা, রংপুর ● হাসপাতালে ইন্টার্ন ডাক্তারদের কর্মবিরতি
রংপুর মেডিক্যাল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে ইন্টার্ন ডাক্তারদের কর্মবিরতি
অব্যাহত রয়েছে। দুদিন ধরে টানা কর্মবিরতিতে রোগীদের ভোগান্তি চরম পর্যায়ে
পৌঁছেছে। ইন্টার্ন ডাক্তারের ওপর হামলাকারী বহিরাগতদের গ্রেপ্তার, ক্যাম্পাসে
স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, ইন্টার্ন ডাক্তারদের নিরাপত্তাসহ ৫ দফা দাবিতে
শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের এ কর্মবিরতি শুরু করেন ইন্টার্ন ডাক্তাররা। এরই
ধারাবাহিকতায় গতকাল তারা ক্যাম্পাসে মানববন্ধনসহ বিক্ষোভ সমাবেশ ও
পরিচালককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। এদিকে ইন্টার্ন ডাক্তারের ওপর হামলার
ঘটনায় পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

হাসপাতাল, ইন্টার্ন ডাক্তার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত
সাড়ে ৯টার দিকে ডিউটি শেষে হাসপাতাল থেকে ক্যাম্পাসের হোস্টেলে ফেরার
পথে ইন্টার্ন ডাক্তার সুমন মিয়ার ওপর হামলা চালায় বহিরাগত সন্ত্রাসীরা। তারা
সুমনকে বেদম মারপিট করে নগদ অর্থ ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। ডা.
সুমনকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে গত
এক সপ্তাহে হাসপাতালের ক্যাম্পাসে আরও ৩টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে বলে
অভিযোগ করেন ইন্টার্ন ডাক্তাররা। কিন্তু প্রশাসনকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা
কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টার্ন ডাক্তাররা অনির্দিষ্টকালের
কর্মবিরতি শুরু করেন। টানা দুদিন ধরে কর্মবিরতিতে হাসপাতালে থাকা
রোগীরা পড়েছেন চরম বিপাকে।

হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের এক রোগীর আত্মীয় কবির হোসেন
জানান, ইন্টার্ন ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে আমরা রোগী নিয়ে পড়েছি সমস্যায়।
কারণ ডাক্তাররা দিনে একবার বা দুবারের

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

রংপুর মেডিক্যালে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বেশি আসেন না রোগীর কাছে। ইন্টার্ন ডাক্তাররাই রোগীদের দেখভাল করেন। এ ছাড়া রোগীর ছোটখাটো সমস্যা হলে আমরা ছুটে যাই ইন্টার্ন ডাক্তারদের কাছে।

গাইনি ওয়ার্ডের রোগী লতিফা বেগমের স্বামী জাকির হোসেন জানান, ইন্টার্ন ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে হাসপাতালে রোগী নিয়ে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। এভাবে কর্মবিরতি চললে রোগীকে হাসপাতাল থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে।

এদিকে ইন্টার্ন ডাক্তারা গতকাল ক্যাম্পাসে আধা ঘণ্টার মানববন্ধন করে। এরপর তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে হাসপাতাল পরিচালককে স্মারকলিপি দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইন্টার্ন ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মাহমুদুর রহমান রিফাত, সাধারণ সম্পাদক ডা. বিজন সরকার, ডা. নাজমুল হুদা, ডা. তমা, ডা. রওজাতুল রোম্মান প্রমুখ। ডা. মাহমুদুর রহমান রিফাত জানান, আমাদের দাবিসমূহ মেনে নেওয়া না হলে কর্মবিরতি চলছে।

এ ব্যাপারে হাসপাতালের পরিচালক ডা. আসম বকতউল্লাহ জানান, বিষয়টি নিয়ে ইন্টার্ন ডাক্তার, স্বাচিপ নেতা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।